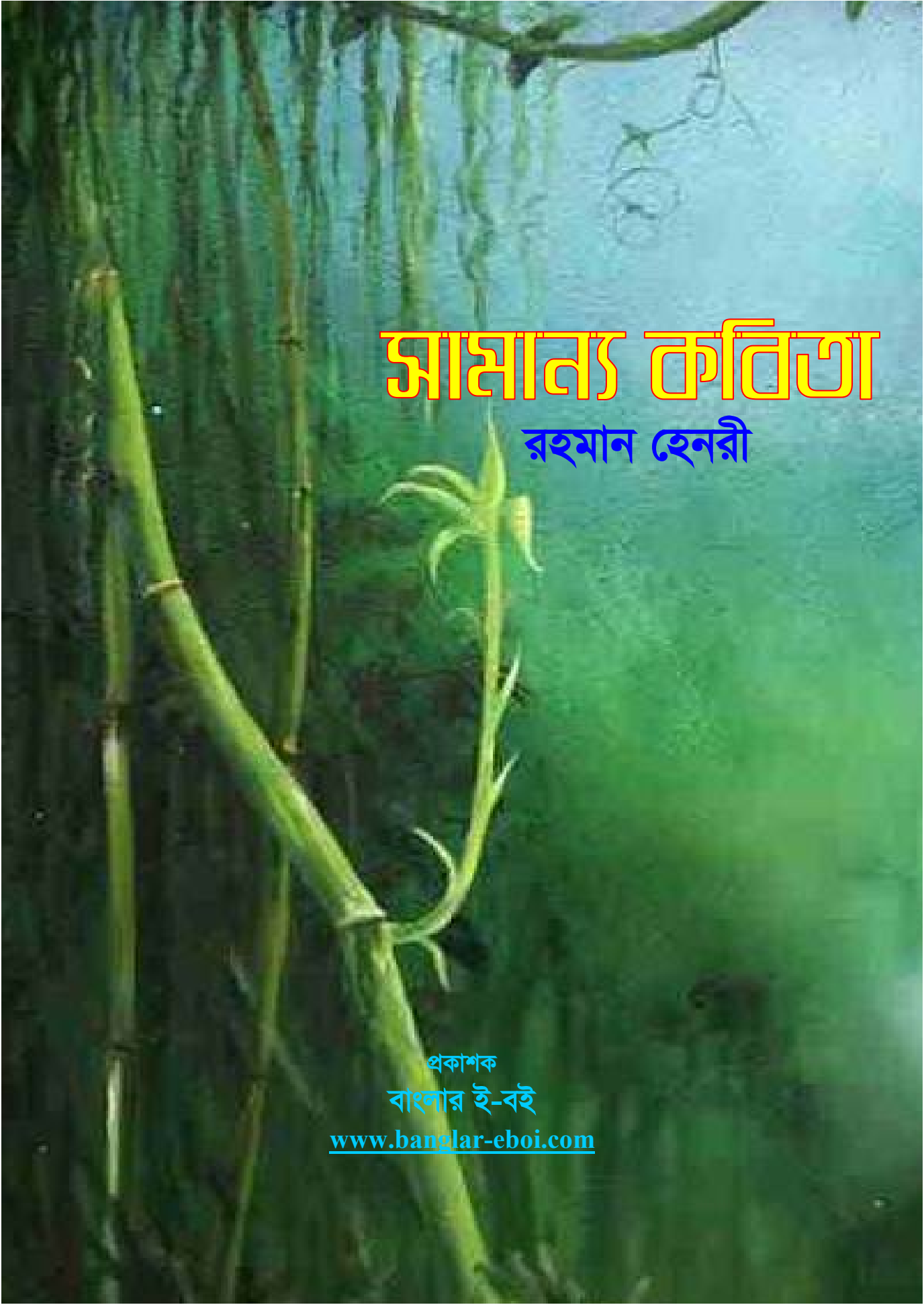


সামান্য কবিতা

রহমান হেনরী

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

সামান্য কবিতা

রহমান হেনরী



উৎসর্গ

রাজার মত ভিখারি ও ভিখারির মত রাজা-

আবু হাসান শাহরিয়ার
সোহেল অমিতাভ
রহমান হেনরী
জেনিস মাহমুন
সঞ্জীব পুরোহিত

(. . .আর আমরাই তো পাঁচমাত্র কবি!)

সামান্য কবিতা
রহমান হেনরী

গ্রন্থস্বত্ব
নাজিয়া পারভিন নাজু

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

ঈর্ষা	৬
রক্ত থামছে না	৭
লিপ্সা	৮
সময়	৯
অনিবার্য	১১
অরাজনৈতিক	১২
পাগলা নদ	১৩
সামুদ্রিকী	১৪
বহুজাতিক	১৫
গণতন্ত্রায়ন	১৬
তরমুজ	১৭
নাগরিক	১৮
অনুযোগ	১৯
আশ্চর্য সাপুড়ে	২০
তৃতীয় বিশ্ব	২১
সাম্যবাদ	২২
ধৈর্য	২৩
ক্ষমতা	২৪
সেজানের ছবি	২৫
স্বর্ণভিখারি	২৬
মধ্যপন্থার বিপ্লবীদের জন্য	২৭
উড়ো চিঠি	২৮
স্নানঘর	২৯
ডাকাত	৩০
তৃণমাঠের গল্প	৩১
অধিকল্প রাত্রিনগরে	৩২
বুদ্বুদ	৩৩
স্বাধীনতা: আমার ধানক্ষেতের ইতিহাস	৩৪
আজ রাতে	৩৫
প্রজন্ম চত্বর	৩৬

ঈর্ষা

ভিটেয় চরাচ্ছো ঘুঘু;
ক্লেশ নেই,
অভিযোগ নেই।

ওরা যদি এ- ভিটেয় সুখ খুঁটে
প্রত্যাশিত দানাপানি পায়–
আমারই তো ভিটে!

ঘুঘুদের ঈর্ষা কোরো না যেন!
তাড়িয়ে দিও না!

রক্ত থামছে না

ধারণ করেছো গর্ভে; তুমিই ধর্ম, মা!
সে কোন ধর্ম ভয় দেখাচ্ছে, কান্না থামছে না।
এ বনে আমাকে ফেলে
ধর্মে ফিরে গেলে?
চতুর্দিকে সাপসাপিনী ছায়াফণা মেলে
আমাকে দেখাচ্ছে ভয়- মর্ম ঘামছে, মা!
ফোঁসফোঁসাচ্ছে, ছোবল দিচ্ছে, রক্ত থামছে না!

লিপ্সা

মাংসের গন্ধমাখা একখণ্ড হাড়
লাফাচ্ছে বাতাসে

এ- জীবন ক্ষুধার্ত কুকুর।

সময়

গান গাইতে গাইতে
জ্বলন্ত মোমবাতির ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসছে অন্ধকার

কোথাও না কোথাও আছে
পাহাড় এবং জলপ্রপাত
সশব্দ অন্ধকার ছুটে যাচ্ছে সেদিকেই

এরকম বহুরাত্রি স্বপ্নযাপনের মধ্যেই
কেটে গেছে আমার

মখমলে মোড়ানো সুদৃশ্য বাক্স
শূন্য
একটাও কবিতা না- লেখা শাদাপৃষ্ঠাগুলো
নীরব
কাগুজে নোটের বদলে
আমার পকেটে গুঁজে রাখলাম ধাতব মুদ্রা
সংগীত গুঁজে দিলাম গুমোট বাতাসের মধ্যে
বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস পড়ে রইলো রন্ধনশালায়
আর
আমাদের কথোপকথনের সমস্ত প্রতিধ্বনি
ঘুমিয়ে পড়লো কয়েকটি স্বপ্নের মধ্যে

এভাবেই তাকে দিয়েছিলাম
তার নিজস্বতা

আমাদের সমুদয় আয়োজন
জাদুর পোটলা হয়ে ফিরে আসছে
শেষ রাত্রির পথে
কুয়াশার মধ্যে নাচতে নাচতে ঢলে পড়ছে নিচে
এবং তার চোখ, ওগুলোকেই
শনাক্ত করছে শিশির শীর্ষনামে

সময়ের অসম হাত

জাপটে ধরেছি কম্পমান হাতে
আর ফিরিয়ে দিচ্ছি সংরক্ষিত স্মৃতি

জলপ্রপাতের মধ্যে ঝুপঝুপ ঝরে পড়ছে
পাথর
এবং
সময় পরিণতি পাচ্ছে দূরত্বে

অনিবার্য

জন্মেছিলো সমুদ্র- আদরে
কুড়িয়ে এনেছো

এখন রেখেছো যত্নে
ঝলমলে শহরের গৃহসজ্জা জুড়ে

তোমার শহর খুবই সুরক্ষিত
ধরা যাক
বন্যামুক্ত ভূমিকম্প- জলোচ্ছ্বাসহীন

মনে করো
নিশ্ছিদ্র পাহারা আছে সশস্ত্র চোখের

কিংবা ধরো
লুকিয়ে রেখেছো তাকে গোপন সিন্দুকে

কালের অপেক্ষামাত্র
ও শঙ্খ তো একদিন সমুদ্রেই যাবে!

অরাজনৈতিক

জিরাফোচ্চ শব্দাবলী ঝরে পড়ছে
রাজমাঠে মাঠে;

ও জননী,
আমি খুবই জনসাধারণ;

আমার উচ্চতাহ্রাসে
তোমার মর্যাদা বেড়ে যায়?

পাগলা নদ

গাঁয়ের ছেলেকে তুমি ধুতুরার ফল চিনিয়েছো?

তোমার ঝুলন্তসেতু মর্যাদাকাঙাল হয়ে আছে;
নিচে এই যে দুর্পোষ্য স্রোতের হুংকার__
এর নাম পাগলা নদ;
বিসর্জিত আমারই শরীর থেকে
জন্ম নিয়েছিলো। এর জলে নামলেই
অপমান ময়লার মত ধুয়ে যায়!

একদিন এই নদে স্রোতস্নান সেরে দেখো,
ইতিহাস নিজহাতে এস্রাজ বাজাবে!

সামুদ্রিকী

আমার পায়ের নখ বেড়ে যাচ্ছে, সৌদামিনী, তোমার ঊরুর স্নেহ দেবে? মিষ্টিতর কবিতার মতো ছন্দে উঠে যাবো নির্ধারিত দূরত্বে তোমার! যে- নারী সমুদ্রে নেমে একবার স্নান করে, সে তো আর এককের তৃপ্তিতে মজে না! আমার হাতের নখ বাড়তে বাড়তে প্রমত্ত বাঘের ডাক উৎপাদন করে যাচ্ছে, সৌদামিনী, জানো? অন্তত বছরে দুটো-তিনটে দিন, তোমার নন্দনছায়া দেবে? তোমার ওদেহরেখা, পরিমিতি, কামছায়া... সবকিছু পার হয়ে উর্ধমুখি দূরত্বের শীর্ষে উঠে যাবো! সৌদামিনী, অতলান্ত সমুদ্রের এপাড়ে- ওপাড়ে, দুইটি শতাব্দী কেটে যায়, কেন তুমি একা ব'সে থাকো?

সমুদ্রে তোমার শাড়ি ভেসে যাচ্ছে সাংঘর্ষিক ঢেউয়ে...

বহুজাতিক

একজন বেঢপ, অন্যজন স্লিম
এমন অনেক পার্থক্য থাকতেই পারে

কিন্তু পেপসি ও কোকের মধ্যে
গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হলো:

এরা উভয়েই রসায়ন শাস্ত্র
এবং ঘৃণা করে পরস্পরকে

গণতন্ত্রায়ন

ওবামা মনে করেন
পশুপাখিদের জীবনেও গণতন্ত্রায়ন দরকারী

প্রথমেই আমরা গেলাম পাখিরাষ্ট্রে
ভোট শেখালাম

দলাদলি শিখলো
এবং সন্ত্রাসী হয়ে উঠলো পাখিরাও

তরমুজ

অহিংস বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন
হাসছেন
তার হাসি থেকে ঝরে পড়ছে সবুজ আলো

সেই হাসি ফালি ফালি করে কেটে
গোগ্রাসে গিলছি আমরা
আর তার দাঁতগুলো বেছে বেছে

ছুঁড়ে দিচ্ছি অনিশ্চয়তার দিকে

নাগরিক

জখম থাকবে; জ্বলনও থাকবে বুকে
দহনদলিত মেঝে ঢাকো মোজেইকে
হাসিখুশি সাজ পরে নাও চোখেমুখে
ক্ষরণরক্ত ঘঁষেমেজে করো ফিকে
পারলে মেঝেও ঢেকে দিও কার্পেটে
বন্ধুরা যেন সুখ পায় পায়ে হেঁটে
অতিনগরের সামাজিক মৌসুমে
দুঃখকারুকাজ রেখো না ড্রয়িংরুমে

ভেতরে ভিজুক, গোপনে জমুক নদী
লুকিয়েই রাখো হাহাকারভরা ঘরও
হৃদয়ের চেয়ে সভ্যতা বেশি বড়
অভিনয় করো, অভিনয় নিরবধি

শব্দ করো না বিঁধে যাক বুকে তীক্ষ্ণ শিক
নিজেকে বানাও নিপুণ ও ভদ্র নাগরিক

অনুযোগ

হৃৎপিণ্ডে মেরেছে ছোরা বিষাদের তিনশ' ডাকাত
যেহাত তোমার নামে লিখে যাচ্ছে লক্ষ উপমা–
ভেবে দ্যাখো, আজও তো অক্ষত সেই হাত!

সম্রাটের বরপ্রাপ্ত, ও সুন্দর, স্বেচ্ছাভিখারিনী!
কে চায়, কে পেয়ে যায় নান্দনিক নটিনীর ক্ষমা–
বোঝা তো সহজ নয় এতো অচিরাৎ!

অভবী সম্রাট আমি, কড়ঙ্গের কাছে আজও ঋণী,
ও কঞ্জল, তোমার দু'চোখে কেন এতো গাঢ়রাত?
কিঞ্জল লুণ্ঠণকারী আমি কিন্তু নই প্রাণতমা!

আশ্চর্য সাপুড়ে

কামিনী ঝোপের মধ্যে বাস করে আশ্চর্য সাপুড়ে;
দেখি, হাতের বীণের সাথে প্রবল পেঁচানো তার
সত্যিকার সুতানুলী সাপ! সুর তোলে; আর সেই সুরে-
গাছে গাছে ফুটে ওঠে সাপের ফণার মত ফুলের ঝংকার!
হাজার চেষ্টায় তবু তাকে, সংগোপন কিছু কথা
বলতে পারিনি আজও; যদিও অন্তর গেছে পুড়ে-
বলতে পারিনি, ওই ঝোঁপের ভেতরে এক বিষণ্নতা
গচ্ছিত রেখেছি বহুকাল, আর শুধু শৈশব আমার।

প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে আমি দেখি, বীণ হাতে আশ্চর্য সাপুড়ে
হেঁটে যায়; আর তার পিছুপিছু কামিনীর ঝোপ যায় দূরে...

তৃতীয় বিশ্ব

পরিস্থিতি, প্রকৃত প্রস্তাবে যা কিছুই হোক না কেন
চলো, আমাদের সত্যানুভব ও বাস্তবতাকে
নিভৃত কক্ষের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখি
এবং গোপনের একটা রেশমীচাদরে ঢাকি
আমাদের কান্না, দীর্ঘশ্বাস, অপমানের দৈনিক পঞ্জিকা

বরং আমুণ্ডু নিজেদের দেহ পেঁচিয়ে ফেলি আনন্দপোশাকে
আমাদের মুখে বাদুড়ঝোলাহাসি দোল খাক স্বদেশী হাওয়ায়
মহাভৃঙ্গরাজ সুগন্ধী কেশতেল আমাদের সমূহসুখ
টুপটুপ করে ঝরে পড়ুক প্রত্যেকের চুল বেয়ে
শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ দক্ষতায় ক্ষুধার্তপেট ফুলিয়ে
সমৃদ্ধির রথে চেপে, চলো, আজ আমরাও হাওয়া খেয়ে বেড়াই

ঈর্ষান্বিত বিদেশী কূটনীতিক যদি জানতে চায় রহস্য
এসো, একযোগে বলে উঠি:
আমাদের প্রত্যেকের নাম তৃতীয় বিশ্ব, এই দ্যাখো,
মধ্যম- আয়ের একটা পোটলা কোমরে বেঁধে
আমরা গণতন্ত্র খরিদ করতে বেরিয়ে পরলাম দুনিয়াব্যাপী

সাম্যবাদ

আমাদের সমগ্র শৈশব জুড়ে এক প্রজাতির ধানের গল্প ছিলো, রহস্যময়; হয়তো রূপকথাই বলা যায় তাকে; সেই ধান চাক্ষুষে দেখেছি আমি। দেখতে কালো কিশকিশে কিন্তু তার মুখের দিকটায় অনেকটা সদ্য ডিমফোটা পাখিছানার ঠোঁটের আকৃতি দু'দুটো শাদা রেখা টানা থাকতো। পঙ্ক্ষিরাজ ধান। পেকে ওঠার পর ওরা নাকি উড়ে যেতে পারতো। যে- গৃহস্থ্যের ক্ষেত ফেলে উড়ে যেতো পঙ্ক্ষিরাজ ধান, তার সংসার জুড়ে নেমে আসতো অনন্ত অন্ধকার ঋতু। সেই ধান আর নেই, গল্পগুলোও নেই। গ্রামে বা শহরে, শৈশবকাতর কোনও অশীতিপর বৃদ্ধের মুখেও নেই সেইসব ধানের উপাখ্যান, স্মৃতিচারণেও নয়। শুনেছি, উপমার অনেক অনেক ব্যাকরণ থাকে; থাকলে থাকুক, ওইসব মানতে চাই না আমি। এতোদিন পর, কেন জানি না, তোমাকেই আমার পঙ্ক্ষিরাজ ধান মনে হয়।

ধৈর্য্য

তোমার পুরনো বাড়িটা
ঠিক ততোটা হতশ্রী নয়, যতোটা দারিদ্রক্লিষ্টায়
বহুতল একটা আকাঙ্ক্ষা প্রতিস্থাপিত হতে পারে;
তবু ধ্বসে পড়লো সে, বারান্দাসমেত।

ওটা সেই বারান্দা, যেখানে দাঁড়িয়ে
একটা সমগ্র বিকেল কারও জন্য কেঁদেছিলে তুমি;
যেখানে গাঢ় সবুজ ও বর্ধিষ্ণু একটা মানিপ্লান্ট
তোমার জন্য রচনা করেছিলো নির্জনতা;
ওটা সেই আশ্চর্য কৌশল, যার বায়ুকম্পনের ভেতর দিয়ে
একটা বহুদূর চলে এসে স্পর্শ করেছিলো তোমার নৈকট্য!

ঘটমান বাস্তবতায়, প্রতিমুহূর্তে ধ্বসে পড়ছে
সেই পুরনো বারান্দা

জগতময় ধৈর্য্য ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হলে
জন্ম নেয় যেসমস্ত অধৈর্যের রূপকথা
আমি তার সবগুলো টুকরো একত্র ক'রে
আবারও জুড়ে দিচ্ছি
আর দাঁড়িয়ে আছি তোমার পুরনো বারান্দায়

মিনিটে মিনিটে ধ্বসে পড়ছে তোমার সেই আশ্চর্য বারান্দা
তবু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি আমি

ক্ষমতা

এতো গরম
বয়ে যাচ্ছে টেলিফোনের তার বেয়ে

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে
প্রতিনিধি ভবন

সেজানের ছবি

সর্বকালের তাবৎ চিত্রশিল্পীকে আমার আত্মজ মনে হয়। মনে হয়, কোনও এক জন্মে, চিত্রকলাই ছিলো আমার সমুদয় ধ্যান ও শ্রমসাধনা। দৃশ্যভাষার ঘ্রাণে লেপ্টে গিয়েছিল যাবতীয় সবুজ আমার জীবন। এক বিভূতি পাহাড়ের সাথে প্রেম ছিলো আড়াই হাজার বছর। বিমূর্ত অনুজ আমার, পল সেজান, জয় করেছিলো সেই শৈলহৃদয়। তার আপেলচিত্রের দিকে বিমুগ্ধ তাকিয়ে, দণ্ডায়মান, কেটে গেছে আমার অন্তত পঁচিশটি জন্মান্তর। আজও, এই অভিশপ্ত কাঁচা-শব্দার্থ-জীবনে, একদল বাক্যবেষ্ঠিত আমি যখনই ওর ছবির সামনে দাঁড়াই, পলক ফেরাতেই দেখি, নতুনতর আরেকটা ছবি; যেন এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে আমার ভাই, আর নির্মম এক রসিকতা উস্কে দিতেই বারবার রং মাখিয়ে দিচ্ছে অবিনব ভাবনার। প্রতিবার, সেই একটাই ছবি, পেয়ে যাচ্ছে সদ্য-আঁকা নতুনত্ব; যার টাটকা-রংয়ের গন্ধ এসে লাগছে এই নাকে আর সেজানকে মনে হচ্ছে জীবিত। আনন্দ-কম্পনে লাফিয়ে উঠছে আমার দেহ এবং পরক্ষণেই ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ দুটি।

এইসব বলছি তোমারই উদ্দেশ্যে, ও হলুদ-বিতৃষ্ণ, ভিনদেশী প্রেয়সী আমার; কেননা, অচিরেই কোনও এক সন্ধ্যারাতে, তোমারই আলিঙ্গনের মধ্যে মৃত্যু হবে আমার এবং অন্য এক অনন্তের অনুকূলে, পরক্ষণেই হবে পুনর্জন্মও; কিন্তু সেই ভাবি ঘটন-মুহূর্ত এটা নয়; এবং ততক্ষণ পর্যন্ত নয়, যতক্ষণ না তীব্র শীতসন্ধ্যায় সেজানের প্রদর্শনীতে যাচ্ছি আমরা দুজনে একটি মাত্র শীতবস্ত্র গায়ে!

এবং এটাও সত্যি, অকুস্থল আর যেখানেই হোক, ন্যুয়র্কে নয়।

স্বর্ণভিখারি

এরা সব ভিক্ষায় নেমেছে পথে পথে
একদিন চলে যাবে ক্যালিফোর্নিয়া;

ভিখারীরও স্বপ্ন আছে, গন্তব্য,
উচ্চাকাঙ্খা আছে মূল্যবান ধাতুতে ধাতুতে;

এরা জানে স্বর্ণ আছে; পৃথিবীর কোনওখানে
ক্যালিফোর্নিয়া আছে স্বর্ণ হাতে নিয়ে;

এরা সব ভিক্ষায় নেমেছে পথে
জঙ্গলে ও পাহাড়ি অঞ্চলে;

একদিন চলে যাবে ক্যালিফোর্নিয়া।

মধ্যপন্থার বিপ্লবীদের জন্য

বহুকালের সামঞ্জস্য, ফলে
মাছের গন্ধ মিশে আছে জলে;
জলের ঘ্রাণই মনে হচ্ছে তাকে।

মাছ যখনই জলের থেকে দাঁড়াবে পৃথকে–
মাৎস্যগন্ধ স্বতন্ত্র্য সুর পেয়ে
লাগবে সকল নাকে।

তেমন একটা ঘটনা চমকালে–
জলবিবাগী জেলে এবং নেয়ে
ফিরবে আবার জালে;

দাওয়ায় বসে আড়াই দিনের চাঁদ দেখবে লোকে।

উড়োচিঠি

নির্ঝরা নীলা- কে

তুমি তো জানোই, নীলা, আমার সেই পলাতক অরণ্য- জীবনের কথা! সর্বনাশের মতো জ্যোৎস্নায়, সেই যে উড়ে উঠলাম আর পৌঁছে গেলাম পাহাড়ঘেরা এক অরণ্যের দিনে। পাখিদের তখন ডানা থাকতো না; লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতো আর গেয়ে উঠতো কী আর্দ্র এক বিষন্নতা! ওরাই তো আমাকে শিখিয়েছিলো বৃক্ষ ও লতাপাতাদের নাম! শিখিয়েছিলো, কোন প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে ঝরনাও ছেড়ে যায় পর্বতের বুক, তারপর আর ফিরেও আসে না! প্রকৃতির মধ্যে, এই যে, মানুষের চেয়েও জটিল সব নিষ্ঠুরতার গল্প– পাখিরাই তো শোনালো আমাকে! একটা রূপসী পাখির কথা বলি, ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় আমাকে উড়তে দেখে, খুব মনোভার হলো তার। পীঠের পাখনা দুটো থেকে খুললাম ডানা; পরিয়ে দিলাম পক্ষীরূপসীকে। সেই থেকে ডানা পেলো পাখি; আর আমি, ওদেরই সাবেক চলনে, লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকলাম। অরণ্যের এই পলাতক জীবন, কোনওদিন আর শেষ হবে না আমার। কোন বিষুবরেখা থেকে আমি যে উড়ে উঠেছিলাম, সত্যি বলছি নীলা, আমি তার নিশানাও জানি না! মানুষের পৃথিবী থেকে, একদিন অচেনা পাখিদেরই ডানায় চেপে উড়ে এলো তোমার নাম; আমি জানলাম, মানুষের নাম থেকে থাকে; জানলাম, কোনওদিকে মানুষের বসবাস আছে। সেই পক্ষিনীকে আমি তো আর খুঁজেই পাচ্ছি না! আর এই বাতাসের উড়ো চিঠি, আমি জানি, কোনওদিন খুঁজেই পাবে না কারও বিহিত ঠিকানা। তবু আজ তোমারই উদ্দেশ্যে লিখি, বিস্মৃতি- বিখ্যাত এই হৃদয়ের লোহিত- লিপিকা!

স্নানঘর

কতো কিছুই তো সম্ভব!

সামান্য একটা স্নানঘর
সম্রাট আকবর করে দিতে পারতো আমাকে

বাসগৃহের তিন ভাগের দুইভাগ মাপের সেই স্নানঘরে
অবারিত দুয়ার পেরিয়ে
দিনে অন্তত কয়েকটি মুহূর্তের জন্য
নিজেকে আমি সম্রাট ভাবতে পারতাম

এর বাইরে, জগত- সংসারের সর্বত্র
বন্ধুদের উজ্জ্বল সভায়, ফেসবুকের পৃষ্ঠাজুড়ে,
দেশবরেণ্য কবিদের কাব্যোৎসবের পাশে
মডেল কন্যাদের খলবলিয়ে ওঠা আহ্লাদের অন্ধকারে
খুব জমকালো বিবাহভোজের প্লেটের এক পাশে
নিতান্ত ভিখারীর মত সবিনয় ব'সে থাকাটাই
আমার কর্তব্য

অথচ এই স্নানঘরের ক্ষুদ্রত্বই
নিজগৃহে,
আমাকে দরিদ্র বানিয়ে রাখে!

ডাকাত

অমারাত্রে ভিখারীটির ঘরে
ডাকাত এলো, চোর ও রাজার ছেলে,
বললো: রে, তোর মেয়েটি সেকেলে;
ওকে একটু সাজতে- গুজতে বল!

মেয়ের দেহে, মেয়ের মনে,
উঠানে- কদম্ববনে,
তখন বৃষ্টি ঝরে...

গোঙানী নেই, ফোঁপানী নেই,
শুধু মেয়ের দু'চোখ ছলোছল,
বিনা মেঘেই
অন্ধকারে বিজুলী চমকায়;

মেয়েকে তো ঘরেই রাখা দায়!

তৃণমাঠের গল্প

কতোবার ভেবেছি, এইসব ছেড়েছুঁড়ে খুব নিরিবিলি একটা পাহাড়- চূঁড়ায় চলে যাবো। ডাল- লতা- পাতায় বানাবো ঘর। হাওয়াদের সাথে আড্ডা জমাবো। খুব ভোরে উঠে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত কথা বলবো পাহাড়ি ফুলেদের সাথে। অনেক নিচে থেকে বয়ে তুলবো জল। ওদেরও তো সেবা- আর্তির প্রয়োজন আছে! পাখিদের পিছুপিছু চলে যাবো জংলি সব ফলেদের দিকে। এইসব শাদামাটা আকাঙ্ক্ষা আমার। কিন্তু, একটা লোভ আমাকে যেতে দেয়নি। ছোট্ট একটা ভয়, একটা মায়া, বারবার পেছন থেকে টেনে ধরেছে আমার ধূসরবর্ণ জামা। কী জানি, যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসো! যদি না পাও আমাকে! কত্তো উচ্চতায় থাকো তুমি। তারও চে' অধিকতর উচ্চতা দিয়ে উড়তে উড়তে, এই সমতলে নেমে, যদি পাহাড়ে উঠতে মন আর না চায় তোমার! সমতলে ফেলে যাওয়া, আমার সর্বশেষ কবিতাটির খসড়া কুড়িয়ে নিয়ে, সত্যি যদি ফিরে যাও তুমি! সেই ভয়ে, পাহাড়ে যাওয়া হলো না আমার। কবিতা ছাড়তে ছাড়তেও আর ছেড়ে দেয়া গেল না। ছোট্ট একটা লোভ, অবিরাম আমাকে টেনে নিচ্ছে বিষভাণ্ডের দিকে। আর প্রতিটি রাত্রির শব্দ- সঙ্গমে আমি বুঝে নিচ্ছি, তোমার মনের হরিণী আজও ঘাস খাচ্ছে, ফেলে- যাওয়া আমারই এই তুচ্ছ তৃণ- মাঠে। এই ঘাসের জীবন- চক্র আমি থামাতে পারছি না। পদদলিত আর রক্তাক্ত হতে হতেও, এই মাঠের দোকান আমি গোটাতে পারছি না। আমার সমস্ত লোভ তৃণজন্ম পেয়ে, বেড়ে উঠছে তোমার জিহ্বায়।

অধিকল্প রাত্রিনগরে

ক্রমবর্ধিষ্ণু ছায়া;

রাত্রিনগর খুব ফুলে উঠছে সস্নেহ সমুদ্রবাতাসে
মনে করো, কান্নাকাতর কাঁচ- কুমারীর দেশে
বেজে উঠলো বিপরীত অনুজ্ঞার চাঁদ
জেগে উঠলো অনুসিদ্ধান্তময় মন্দিরার তান

উপসমুদ্র থেকে অধৈর্য- পাহাড় অব্দি এক জোড়া চোখ
ক্রমশ ছায়ার সাথে একীভুত; ছুটে যাচ্ছে
দূর অতলান্ত জলদেশে; মনে করো,
মহিয়সী যন্ত্রণার আঁচল- মিনারে সেই রূপসীর ঘর

ক্রমঘনীভুত রাতে উড়ে যাচ্ছে বিগলিত অচেনার দিকে_
অধিকল্প রাত্রিনগরে তার, ধরা যাক, ছায়া পড়ে আছে

বুদ্বুদ

মাথার ওপর বৃষ্টি যখন খাড়া
ফিরে এলাম মৌন, একলা- ঘরে;

'ভালোবাসাই রোগ ও ওষুধ'__
বললো কে যে হঠাৎ স্বতঃস্বরে!

অগ্নি আমার হৃদয়জোড়া মঠে
তুমি এবং তুমি এবং তুমি
বৃষ্টিযোগে ঝরছো অতঃপরে....

বিস্মরণের জীর্ণ পলেস্তারা
খসলো; যেন সাবানের বুদ্বুদ।

হায় রে আমার বিরল জন্মভূমি,
বিরহটাও প্রণয়মর্মে রটে!

স্বাধীনতা : আমার ধানক্ষেতের ইতিহাস

আউশ ধানের ক্ষেতে এতো এতো ফিঙ্গে মরে পড়ে আছে; আমার আর ইশকুলে যাওয়া হবে না, কুসুম! ধারাপাত আর মুখস্থ হবে না আমার। শুধু এই ক'টা বর্ণপরিচয় আর সংখ্যার ধারণা নিয়ে, আমাকে তুই ধানক্ষেত পাহারায় থাকতে দে! মৃতপাখিদের দেহগুলো জড়ো করে একটা পাহাড় বানাতে দে!

দেখিস! এই ধানক্ষেতের ইতিহাস একদিন আমি অন্য কালিতে লিখে রেখে যাবো।

আজ রাতে

লাজুক কবিতাগুলো
ছইটানা রিক্সায় ঘোরে

আজ রাতে
বিদ্রোহী কিশোর কবি
মরে যাচ্ছে
দূরে...

কারও বুকের ভেতরে

প্রজন্ম চত্বর

ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতা ফুঁড়ে, প্রতিটি কালো হরফ থেকে
উঠে দাঁড়াচ্ছে হাজার হাজার যিশু; ছুটে যাচ্ছে নতুন এক
যুদ্ধভূমির দিকে, ওইদিকে সম্মিলিত মানব- ঠিকানা; কারও কাঁধে
বিদ্ধ হবার জন্য নিজে- বওয়া ক্রুশকাঠ নেই। এটাই তো বিবর্তন!

মানুষের ইতিহাসে ঝরে পড়া সমস্ত রক্তের দোহায়, কোনও ক্ষত
শুকিয়ে যাবে না, কোনও ঝরারক্ত নেই যার টাটকা ঘ্রাণ আজও
মানুষকে বিষন্নমাদকে ক্রুদ্ধ উন্মত্ত করে না; মানুষের স্মৃতির দোহায়,
তোমাদের যুদ্ধ কোনও সম্রাটের পক্ষে নয়। কারও সিংহাসন রক্ষা,
কারও- বা মাথার মুকুট পুনরুদ্ধার নয় তোমাদের উত্থানের মানে;

অত্যাচারের দিন এখনই খতম করো, ছুটে যাও মুক্তির সন্ধানে...
আবার রচিত হোক নিউ টেস্টামেন্ট!